পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

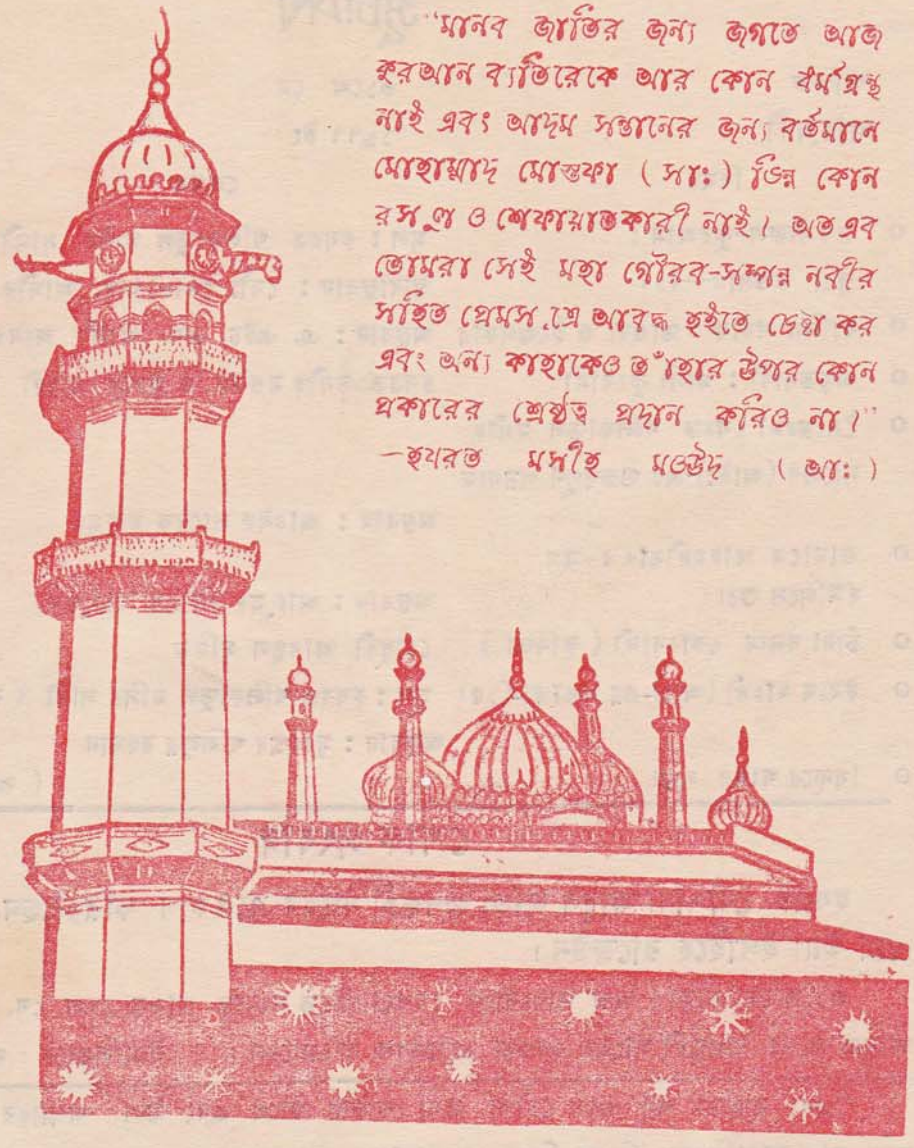

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২রা সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বাংলা : ৩১ শে মে ১৯৭৭ ইং : ১২ ই জমাঃ সানি ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে মে ১৯৭৭ ইং | ৩১শ বর্ষ ২রা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা কওসার—(২)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : তাওবা ও ইস্তেগফার	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
০ অমৃতবাণী : মালী কুরবানী	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	১১
০ সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ জামাতে আহ্‌মদীয়ার ৫৩তম মজলিসে শুরা	অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
০ চাঁদা বনাম কোরবানী (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৭
০ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা-(১৫)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
০ যিক্‌রে খাইর সভা		

(কভার পেজ)

শোক সংবাদ

হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব এন্তেকাল করিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

৩১শে মে, ঢাকা—অদ্য তারযোগে রবওয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব রবওয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে রাজেউন।

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

জিল্লুর রহমান খান

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ২রা সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বাং : ৩১শে মে ১৯৭৭ ইং : ৩১শে হিজরত ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরে কবীর—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে 'সুরা ফজরের' তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

بسم الله الرحمن الرحيم

(আমি) আল্লাহর নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি যিনি, পরম দয়াল এবং বার বার করুণাকারী।

انا اعطيناك الكوثر ○

(হে নবী) নিশ্চয় আমি তোমাকে কওসার প্রদান করিয়াছি।

কওসার শব্দের অর্থ—(১) কোন বস্তুর প্রাচুর্য, (২) কোন জাতির নেতা, যাহার মধ্যে বহু সদগুণ বিরাজমান এবং কল্যাণকামী, (৩) বদান্যশীল ও হিত সাধনকারী ব্যক্তি এবং (৪) জান্নাতের এক নহরের নাম। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর শেষোক্ত অর্থের প্রচলন হয়।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজের রাত্রে ঊর্ধে গমন করিতে করিতে জান্নাতের এমন এক মোকামে পৌঁছি, যেখানে এক নহর দেখিলাম। উহার কূল ফাঁপা মোতির গুম্বজের ন্যায়। জিবরাইল (আঃ)-কে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জানাইলেন যে, উহা কওসার।" (মুশ্লিম, বোখারী)।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কওসার জান্নাতের এক নহর, যাহা আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে দিবেন। উহার মাটি মৃগ-নাভির ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত, পানি দুগ্ধের চেয়ে বেশী শুভ্র এমং মধুর ন্যায় সুমিষ্ট।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য সুরা মে'রাজের ছয় সাত বৎসর পূর্বে নাযেল হইয়াছিল। সুতরাং অত্র সুরা বর্ণিত কওসার বলিতে ঐ নহরকেই নির্দেশ করা হয় নাই, যাহা আল্লাহতায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জান্নাতে দিবেন, বরং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎ জীবন রূপকভাবে ঐ নহরের সদৃশ হইবে বলা হইয়াছে। ঐ জীবনই তাঁহার পর-জীবনে কওসার নহরের আকারে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিবে।

জান্নাতের নে'মত সমূহ সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন,

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا - قالوا هذا الذى رزقنا من قبل واتوا به متشابها

"জান্নাতে যখন জান্নাতবাসীগণকে জান্নাতের ফলের মধ্য হইতে কোন ফল খাওযান হইবে, তখন তাহারা বলিবে, ইহা তো সেই ফল, যাহা আমাদিগকে পূর্বেও খাইতে দেওয়া হইত, এবং পরস্পর সাদৃশযুক্ত ফল খাইতে দেওয়া হইবে। (সুরা বকর ৩য় রুকু)।

অন্যত্র আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

لا تعلم نفس ما يخفى لهم من قرة اعين -

"জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের যে সব বস্তু লুক্কায়িত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা তাহাদিগের চক্ষু স্নিগ্ধ করিবে, উহা কেহই অবগত নহে।" (সুরা সেজদা-১য় রুকু)।

উক্তি দুইটি বড়ই বিচিত্র বোধ হইতেছে। আল্লাহ্তায়ালা একদিকে বলিতেছেন যে জান্নাতের নে'মতসমূহ সম্বন্ধে কেহ কোন জ্ঞান রাখে না এবং অপর দিকে তিনি বলিতেছেন যে, জান্নাতবাসীগণ ঐ সকল নে'মতকে দেখিয়া বলিবে যে, দুনিয়াতেও তাহাদিগকে ঐ সকল ফল দেওয়া হইত। বাহ্যতঃ উক্তি দুইটি পরস্পর বিরোধী। কোন ব্যক্তি যদি তাহার বন্ধুকে বলে যে, আমি তোমাকে এমন ফল খাওয়াইব, যাহা তুমি কখনও খাও নাই এবং অতঃপর তাহার সম্মুখে সেই ফল রাখে, তাহা হইলে কোন অভদ্র গোঁফর ব্যক্তিই মেজবানের মুখোমুখি বলিবে যে, এ ফল আমি পূর্বেও খাইয়াছি। সাধারণভাবে কোন ভদ্র অতিথি বিনয়ের সহিত ইহাই বলিবে যে, ফলটি অতীব সুস্বাদু। সুতরাং মোমেন জান্নাতের মধ্যে খোদাতায়ালাকে মুখোমুখি কিভাবে বলিবে যে, উক্ত ফল তাহাকে পূর্বেও দুনিয়াতে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা খোদাতায়ালাকে নউজুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হয়, অথবা মোমেন স্বয়ং মিথ্যা বলে। কারণ আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তাহাকে এমন ফল দেওয়া হইবে, যাহা সে কখনও খায় নাই সুতরাং সাধারণ ভাবে উক্ত আয়াতগুলির যে অর্থ করা হয়, উহা সঠিক নহে। উভয় লোকের ফলকে আল্লাহতায়ালা, একদিকে পরস্পর সদৃশযুক্ত বলিয়াছেন এবং অপরস্থানে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে নে'মত

ও ফল বলিতে কোন জড় বস্তুর কথা বলা হয় নাই। উপরোক্ত আয়াতের অর্থ এই যে দুনিয়াতে মোমেন যে রুহানী নে'মত লাভ করিয়াছিল, উহাকেই জান্নাতে ফল ও বাগানের আকারে তাহাকে দেওয়া হইবে। মোমেন যখন জান্নাতে আঙ্গুর খাইবে তখন সে বলিবে ইহা সেই আঙ্গুর যাহা আমাকে দুনিয়ায় খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ দুনিয়ায় আমি নামাযে যে সুস্বাদ পাইয়াছিলাম, এই আঙ্গুরেও সেই স্বাদ পাইতেছি। যে সুস্বাদ আমি দুনিয়াতে রোযার মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম, উহা আমি সাদৃশমূলক এই সরদায় পাইতেছি। পাঞ্জাবে কঠোর গ্রীষ্মকালে সারদা নামে তরমুয জাতীয় ফল পাওয়া যায়। ইহার শাঁস অতীব ঠাণ্ডা এবং অতীব সুমিষ্ট। মোট কথা, বান্দা দুনিয়াতে যে সকল এবাদত করে পরলোকে ঐগুলি ফলের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইবে। হাদিসে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, আমি জান্নাতে গিয়াছি। আমি যখন সেখানে গেলাম জান্নাতের ফেরেস্তা আমার সমক্ষে দুই গোছা আঙ্গুর আনিয়া এক গোছা আমাকে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অপর গোছাটি কাহার জন্য? ফেরেস্তা উত্তর দিল, "আবু জেহেলের জন্য।" হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি এমন ঘাবরাইয়া গেলাম যে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহতায়ালার সমক্ষে কি তাঁহার রসুল এবং তাঁহার দুশমনের মর্যাদা সমান? তাঁহার রসুলের জন্যও জান্নাতের এক গোছা আঙ্গুর আসিয়াছে এবং তাঁহার দুশমনের জন্যও জান্নাতের এক গোছা আঙ্গুর আসিয়াছে।

বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল মারা যাওয়ার পর, যখন মক্কা ফতেহ হইল, তখন তাহার পুত্র আকরামা ক্ষোভ ও বিদ্বেষে মক্কা ত্যাগ করিয়া যায়। তাহার স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়া বলিল, তুমি ভুল করিতেছ। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) অতি সজ্জন মানুষ। তিনি আমার সহিত বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র রসুল ছাড়া অন্যে এরূপ ব্যবহার করে না। তিনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন যে, তুমি ফিরিয়া গেলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমার ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না।" কিন্তু আকরামা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কারণ সে তাঁহার বিদ্বেষে মক্কা ত্যাগ করিয়াছিল। সে এবং তাহার পিতা তাঁহার ও তাঁহার অনুগামীগণের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাহাকে কিভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তাহা তাহার বুদ্ধিতে আসিতেছিল না। বার বার তাহার স্ত্রীর আশ্বাসে সাহস করিয়া, সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইল, তিনি যখন জানাইলেন যে, তাহার স্ত্রী তাহাকে যাহা কিছু বলিয়াছে সব সত্য, তখন তাহার উপর ইহার এরূপ

প্রতিক্রিয়া হইল যে, সে বলিল, "যখন আপনি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার দেখাইলেন তখন আমিও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহতায়ালার নবী ব্যতিরেকে অন্যে এরূপ আদর্শ দেখাইতে পারে না। আমি আপনার উপর ঈমান আনিলাম।"

যখন আকরামা (রাঃ) ঈমান আনিলেন, তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "এখন আমি আমার স্বপ্নের তাবীর বুঝিতে পারিলাম। আঙ্গুরের দ্বিতীয় গোছাটি স্বপ্নে অনুপস্থিত আবু জেহেলের জন্য আনার অর্থ হইল; তাহার পুত্র আকরামা (রাঃ) ঈমান আনিবে। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জান্নাতি আঙ্গুরের গোছা দেখান হইয়াছিল, কিন্তু উহার অর্থ ছিল ঈমান এবং আবু জেহেলের উদ্দেশ্যে আঙ্গুর আনার অর্থ ছিল তাহার পুত্র আকরামা (রাঃ)-এর জন্য। একবার হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল, তাঁহার জন্য দুগ্ধ আনা হইয়াছে। উহা তিনি পেট ভরিয়া পান করিলেন এবং দেখিলেন যে পরে হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং তিনি তাঁহাকে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ দিলেন এবং তিনি উহা পান করিলেন। তিনি দুগ্ধের তাবীর "দীনী-এলেম" বলিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্নে দুগ্ধ পানের অর্থ হইল দীনী-এলেম লাভ। এই দৃষ্টান্ত গুলির দ্বারা পরকালের নে'মত সমূহের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। একটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, মোমেনের জন্য জান্নাতে এমন বেনযীর নে'মত রাখা আছে, যাহা তাহার চক্ষুকে স্নিগ্ধ করিবে। অপর আর এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাকে দুনিয়ায় যাহা দেওয়া হইত, উহারই সদৃশ ফল তাহাকে দেওয়া হইবে। এইভাবে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ প্রথম আয়াতকে খণ্ডন করা হইয়াছে। পুনঃ হাদিসে বলা হইয়াছে, "কোন চক্ষু উহাদেরকে (জান্নাতের নে'মতসমূহকে) দেখে নাই, কোন কর্ণ উহাদের কথা শুনে নাই এবং কোন মন উহাদেরকে কল্পনা করে নাই।" (বুখারী)। নে'মতগুলি যখন এরূপ গোপন বস্তু, তখন তাহাদিগকে জাগতিক নে'মত সদৃশ বলার তাৎপর্য কি? ইহার তাৎপর্য উহাই যাহা উপরে বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এ নহে যে মোমেনগণকে জান্নাতে দুনিয়ার সদৃশ বস্তু দেওয়া হইবে, বরং ইহার অর্থ এই যে দুনিয়ায় মোমেনগণকে যে সকল রুহানী নে'মত দেওয়া হইত, পরলোকে ঐ সমুদয়, বিভিন্ন ফলের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এই বিষয়টিকে পবিত্র কুরআনে অপর এক স্থানে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ولمن خاف مقام ربه جنتان (সুরা রহমান) "যে ব্যক্তি হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রাখে, তাহার জন্য দুই জান্নাত আছে।" অর্থাৎ, সে ইহলোকে এক জান্নাত পাইবে এবং পরলোকে এক জান্নাত পাইবে। এতদ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি পরলোকে তখনই কোন বস্তু লাভের অধিকারী হইবে, যখন

সে ইহলোকে উহার অনুরূপ বস্তু হাসিল করে। আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন, من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى "যে ব্যক্তি ইহলোকে অন্ধ হইবে, সে পরলোকেও অন্ধ হইবে।" (সূরা বনি ইস্রাইল-৮ম রুকু) এই আয়াতে অন্ধ বলিতে যদি দেহবিধানের দিক দিয়া অন্ধ অর্থ হয়, তাহা হইলে বড়ই যুলুমের কথা। কারণ ইহলোকে কোন ব্যক্তি যদি জন্মান্ধ হয় বা কোন অসুখের ফলে অন্ধ হয়, এবং এজন্য তাহাকে পরলোকেও অন্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে অবিচারের বিষয় হয়। সুতরাং এখানে বাহ্যিক অন্ধত্বের কথা বলা হয় নাই, বরং রুহানী অন্ধত্বের কথা বলা হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, যাহারা ইহলোকে রুহানী-য়তের দিক হইতে অন্ধ থাকে, তাহাদিগকে পরলোকেও অন্ধ উঠান হইবে। তাহারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না। এই আয়াতের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, যাহা কিছু পরলোকে পাওয়া যাইবে, উহা ইহলোকেই পাইতে হইবে। এই ব্যাখ্যা সম্মুখে রখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, যখন জান্নাতের নে'মতসমুহ ইহলোকের আধ্যাত্মিক নে'মত সমূহের প্রতিকৃতি হইবে, তখন ইহা জরুরী যে কওসারেরও কোন প্রতিকৃতি থাকা চাই যাহা পরলোকে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে নহরের আকারে বাস্তবায়িত করিয়া প্রদান করা হইবে, যেরূপ ইহলোকের ঈমান পরলোকে আঙ্গুরের আকারে লাভ হইবে, ইহলোকের রুহানী এলেম জান্নাতে দুগ্ধের আকারে পাওয়া যাইবে। সুতরাং ইহা মানিতে হইবে যে, নিশ্চয় হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহলোকে এমন কোন বস্তু হাসিল করিবেন, যাহা তাঁহাকে পরলোকে নহরের আকারে সদৃশরূপে প্রদান করা হইবে। সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর চিন্তধারার মধ্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সহী বুখারীর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন "কওসার বলিতে সেই সকল উচ্চাঙ্গের মঙ্গল, যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ইহলোকে দেওয়া হইয়াছিল।"

অনুরূপ ভাবে সহী বুখারীতে আর একটি বর্ণনা আছে যে, "আবুল বাশার একবার হযরত সাঈদ বিন জুবায়রকে, যিনি এক বড় দরজার তাবেয়ী ছিলেন এবং হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন, কহিলেন, আপনি তো আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন যে, যত প্রকার উচ্চাঙ্গের কল্যাণ হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহলোকে লাভ করিয়াছেন, উহাদের নাম কওসার কিন্তু লোকে যে বলে জান্নাতের একটি নহরের নাম কওসার, এ কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, জান্নাতে যে নহর আঁ-হযরত (সাঃ) পাইবেন, উহা ইহাদেরই (কল্যাণ সমূহেরই) অংশ। অর্থাৎ আমি এ কথা বলি না যে আঁ-হযরত (সাঃ) জান্নাতে যাহা লাভ করিবেন, উহা কওসার নহে, বরং কওসার বহু আছে এবং উক্ত

নহর উহার একাংশ।" এতদ্দারা বুঝা গেল যে, কওসার জান্নাতের নহর নিশ্চয় বটে. কিন্তু সেই নহর সুরা কওসারে বর্ণিত কওসারের একাংশ, যাহা সাদৃশ্যে তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

মোট কথা সহী বুখারীর বর্ণনানুয়ায়ী কওসার বলিতে বহু কল্যাণকে বুঝায়। সেই সমুদয় কল্যাণ ইহলোকের এবং পরলোকেরও। আকরামা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবুওত, কুরআন মজিদ এবং পরলোকের সওয়াবও কওসারের শামিল। কওসার শব্দের অর্থ ব্যাপক। ইহার অর্থকে সীমাবদ্ধ করা যাইবে না।

আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, অর্থের দিক দিয়া কুরআন মজীদের আয়াতগুলির গভীর হইতে গভীরতর সাতটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে আবার ধর্মের দিক দিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাতটি স্তর রহিয়াছে। তদনুয়ায়ী প্রত্যেক বিষয়ের ৪৯টি অর্থ আছে। কিন্তু এই অর্থগুলির কোনটি কোনটির বিরোধী নহে। সকল অর্থই পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ্তায়ালার সহিত সুদৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অন্যেরা সেই সকল তত্ত্বের সন্ধান জানে না। আল্লাহ্তায়ালা সুরা আলে-ইমরানের ৮ম আয়াতে বলিয়াছেন

وما يعلم تاويله الا الله والراسخون فى العلم

"এবং ঐ সকল ব্যাখ্যার এলেম আল্লাহ্ এবং ঐশী-জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যেরা জানে না "

কুরআনী আয়াতের কতকগুলি অর্থ চিন্তা ও গবেষণা করিয়া পাওয়া যায় এবং কতকগুলি তাহা সম্ভব নহে। এগুলি ভবিষ্যৎ অথবা পরলোক সম্বন্ধীয় এবং ওহী, এলহাম ও কাশফ ছাড়া জানা সম্ভব নহে। বর্তমান ক্ষেত্রে কওসারের এক অর্থ "জান্নাতের এক নহর" হযরত রসুল করীম (সাঃ) কাশফ যোগে এবং জিবরাইল (আঃ)-এর মারফৎ অবগত হইয়াছিলেন। যাহারা জান্নাতে যায় নাই, এবং ওহী এলহাম পায় নাই তাহারা এই অর্থ দিতে পারে না। হযরত রসুল করীম (সাঃ) আধ্যাত্মিক চক্ষে জান্নাতে নহর দেখিয়াছিলেন এবং জীবরাইল (আঃ)-এর নিকট নহরের পরিচয় অবগত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার জন্য ইহা জানানো সম্ভব হইয়াছিল। ঐশী-জ্ঞানালোকে আলোকিত ব্যক্তিবর্গ কুরআন করীমের গভীর তত্ত্বাবলীর সন্ধান দিতে সক্ষম। জনসাধারণ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেখবর। সেইজন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা লভ্য অর্থগুলি বাদ দিয়া কওসারের শুধু ঐ অর্থটি বলিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যের জন্য জানা সম্ভব ছিল না। যে নহর তাঁহার জন্য জান্নাতে রাখা হইয়াছে, উহা তাঁহাকে দেখান হয়, তাই তিনি উহা আমাদিগকে জানাইতে সক্ষম হন এবং জানান। আমরা বা কেহই উহা জানিতে পারি না এবং বলিতেও পারি না। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

১৪। তওবা ও ইস্তেগফার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চল্লিশ দিন এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে কাটিল। আমার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে ওয়াহী বিলম্ব হইতে চলিল। একদিন আমার নিকট রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'কাছেদ' (দূত) আসিল। বলিল যে, হুজুর (সাঃ) ফরমাইতেছেনঃ তুমি তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক হও। তোমার নিকট থাকার অনুমতি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম : হুজুরের উদ্দেশ্য কি? আমি কি তাহাকে তালাক দিব? কি করিব? কাসেদ বলিল, 'হুজুর (সাঃ)-এর শুধু এইটুকু হুকুম যে 'তুমি তাহার নিকট হইতে পৃথক থাক। মেলামেশা করিও না তোমার অন্য সঙ্গীদের প্রতিও হুজুর (সাঃ আঃ) এইরূপ হুকুমই দিয়াছেন।' আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম : 'তুমি তোমার পিত্রালয়ে যাও এবং সেখানেই থাক যে পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা আমার সম্বন্ধে কোন ফয়সালা নাযেল না করেন।' হেলাল বিন্ উমাইয়ার (রাঃ) স্ত্রী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, 'হেলাল বিন্ উমাইয়া বৃদ্ধ। সাহায্য বাদে চলিতে পারেন না। নিজের কাজ নিজে করিতে পারেন না। তাঁহার নিকট কোনো চাকর নাই। আমি তাঁহার খেদমত করি, আপনি কি তাহা পছন্দ করেন না?' হুজুর (সাঃ আঃ) ফরমাইলেনঃ 'শুধু মেলামেশা নিষেধ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'খোদতায়ালার কসম, নড়াচড়ার শক্তিও তাহার নাই। মেলামেশার প্রশ্নই হয় না। এই ঘটনার দিন হইতে তিনি ক্রন্দন করিতেছেন।' তিনি স্বামীর নিকট থাকার অনুমতি পাইলেন। আমার কোন কোন আত্মীয় আমাকে বলিলঃ তুমিও যাইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে তোমার বিবি সম্বন্ধে অনুমতি লও। আশা করা যায়, হেলাল বিন্ উমাইয়ার বিবিকে যেমন অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তুমিও অনুমতি লাভ করিবে। আমি বলিলাম: 'আমি আমার বিবি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব না। জানি না, হুজুর (সাঃ আঃ) কি উত্তর করেন। আমি যুবক, হয়ত আমি কোন ভুল করিয়া বসি।' এইরূপে দশ দিন কাটিল অন্য কথায়, আমাদেরকে বর্জনের (মুকাতায়ার) পঞ্চাশ দিন সম্পূর্ণ হইল। আমি পঞ্চাশৎ দিবস ফজরের নামায আমার গৃহের ছাদের উপর পড়িয়া বসিয়া বসিয়া আমার অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিতেছিলাম, ইহার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা (সুরা তৌবায়) করিয়াছেন, (তদোনুযায়ী) 'জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হইয়াছিল এবং আমি আমার প্রাণের প্রতিও বীতকাম হইয়া পড়িয়া ছিলাম'।

ইতিমধ্যে আমি এক উচ্চ ধ্বনিকারীর ধ্বনি শুনিতে পাইল'ম। সে 'সল্‌য়া' পাহাড়ের উপর হইতে অতি উচ্চস্বরে নিনাদ করিতেছিল: 'কা'ব বিন্‌ মালেক, সুসংবাদ গ্রহণ কর'। আমি এই ধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেজদায় নিপতিত হইলাম। নিশ্চিত প্রত্যয় হইল, আনন্দের সময় উপস্থিত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যজরের নামাযের পর লোকদিগকে বলিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রতি রহমতের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লোকজন আমাদিগকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়াইল। কেহ কেহ আমার সাথীগণের নিকট গেল। এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া আমার দিকে ছুটিয়াছিল। কিন্তু 'আস্‌লাম' গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া সাল্‌য়া পাহাড়ে উঠিয়া উচ্চ কণ্ঠে আহবান করিতেছিলেন। অশ্বারোহী আমার নিকট পৌছার পূর্বেই তাহার উচ্চ নিনাদ আমি শুনিলাম। সুসংবাদ-বাহক আমার নিকট পৌছিলে আমি আনন্দভরে আমার কাপড় ছাড়িয়া তাঁহাকে পরাইলাম। খোদা-তায়ালার কছম, সেদিন আমার কাছে ঐ কাপড়ই মাত্র ছিল। আমি পরিবার জন্য দুইটি কাপড় কাহারো নিকট হইতে চাহিয়া নিলাম এবং তাহা পরিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুজুরে হাজির হওয়ার জন্য চলিলাম। দলে দলে লোক আমাকে অভিনন্দন জানাইতেছিলেন। 'তাউবাহ্‌' কবুল হওয়ার 'মুবারকবাদ' দিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন: মুবারক হউক, মুবারক হউক। খোদাতায়ালা তোমার তাওবাহ্‌ কবুল করিয়াছেন। আমি মসজিদে গিয়া কি দেখিলাম! রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বসা আসেন। তাঁহার (সাঃ) পার্শ্বে আরো লোক বসা। তাল্‌হা বিন উবায়দুল্লাহ্‌ (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিয়া আমার সহিত মুসাফাহ্‌ (করমর্দন) করিলেন। আমাকে অভিনন্দন করিলেন। খোদাতায়ালার কছম, মুহাজেরগণের মধ্যে তিনিই শুধু আমাকে মুবারকবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। অন্য কেহ উঠেন নাই। কা'ব (রাযিঃ) হযরত তাল্‌হা রাযিআল্লাহু আন্‌হুর এই সদ্ব্যবহার আজীবন ভুলেন নাই। যাহা হউক, কা'ব (রাঃ) বলেন: 'আমি হুজুর (সাঃ আঃ)-এর খেদমতে পৌছিয়া সালাম' করিলাম। তাঁহার চেহারা মুবারক আনন্দে চকমক করিতেছিল। তিনি (সাঃ) বলিলেন: এই সর্বোৎকৃষ্ট দিন তোমার জন্য মুবারক (কল্যাণপূর্ণ) হউক। তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিবার দিন হইতে এমন মুবারক, এমন আশীষযুক্ত দিন তোমার কখনো হয় নাই। আমি নিবেদন করিলামঃ রসুলুল্লাহ্‌, আপনি কি এই সুসংবাদ আপনার দিক হইতে দিতেছেন? না, আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এই নে'মাৎ আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে? তিনি বলিলেনঃ খোদাতায়ালার তরফ হইতে তোমাকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন সন্তুষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার চেহারা বিশেষরূপে জ্যোতির্ময় হইত। মনে হইত যেন চাঁদের

টুকরা। তাঁহার এই যে রূপ, আমরা সকলেই জানিতাম। আমি যখন হুজুরের (সাঃ) পার্শ্বে বসিলাম, তখন নিবেদন করিলাম: রসুলুল্লাহ্! তাউবাহ্ কবুল হওয়ায় আমি আমার ধন সম্পদ ত্যাগ করিতেছি এবং আল্লাহ্তায়ালার হুযুরে সাদ্কারূপে পেশ করিতেছি। তিনি (সাঃ) বলিলেন: তোমার নিকট কিছু মাল রাখ। ইহা তোমার পক্ষে ভাল হইবে। আমি নিবেদন করিলাম: আচ্ছা আমি খয়বরের সম্পত্তি আমার কাছে রাখিলাম। আমি হুজুরের নিকট আরজ করিলাম: আল্লাহ্তায়ালা আমাকে আমার সত্যপরায়নতার জন্য 'নাজাত' দিয়াছেন ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমার তাওবাহ্ এরূপে পূর্ণত্ব লাভ করিবে যে, ভবিষ্যতে আমি সর্বদা সত্য কথা বলিব। খোদাতায়ালার কসম! কোন মুসলমান আমার মতো নাই, যিনি সত্য কথা বলিয়া এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন। তারপর এই 'ইবতেলা', এই পরীক্ষার ফল ও বরকত এরূপ গৌরবময় এরূপ কল্যাণময় হইয়াছে। কা'ব (রাঃ) বলেন: রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে এই পণ করিবার পর আমি আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা রাখি, ভবিষ্যৎ জীবনেও তিনি আমাকে (মিথ্যা হইতে) নিরাপদ রাখিবেন এবং সর্বদা সত্য বলার তৌফিক দিবেন। হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন: সুরাহ্ তাউবার এই আয়াতগুলিতে এই ঘটনার প্রতিই ইশারা, যাহা আমার সঙ্গে ঘটিয়াছিল। যেমন, আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার নবী, মুহাজের ও আনসারগণের প্রতি—যাঁহারা সংকটে-বিপদে তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতা করিয়াছেন এবং সত্যপরায়ণ ও বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, রহমতের সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং সেই তিন জনের প্রতিও, যাঁহাদিগকে পিছনে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, এমন কি ইহার ফলে পৃথিবী উহার প্রশস্ততা সত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়াছিল'। এই আয়াতগুলিতে, اتقوا الله وكونوا مع الصادقين [ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মায়াস্ সাদেকীনা।] পর্যন্ত এই বিষয়টি চলিয়াছে। কা'ব (রাঃ) ইহাও বলিতেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর আমার ওপর আল্লাহ্তায়ালার ইহা সর্বাপেক্ষা বড় ফযল ছিল যে, তিনি আমাকে সত্য কথা বলিবার তৌফিক সামর্থ্য দেন এবং এই বরকতের দিকে আমাকে পথ প্রদর্শন করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে মিথ্যাবাদিতার গোনাহ্ হইতে আমি রক্ষা পাই। মিথ্যা বলিলে, আমি ঐ সব লোকের ন্যায়ই ধ্বংস হইতাম যাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর

সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা যে ওয়াহী নাযেল করিয়াছিলেন, তদ্বারা তাহাদের মন্দ পরিণামের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্-তায়ালা ফরমাইলেন, "ইহারা আল্লাহতায়ালার কসম খাইবে, যেন তুমি যখন প্রত্যাগমন কর, তখন তাহাদিগকে দোষারোপ না কর সুতরাং, তুমি তাহাদের কৃতকর্মের দিকে তাকাইবে না নিশ্চিত। কিন্তু তাহারা অপবিত্র। তাহাদের শেষ গতি জাহান্নাম। ইহা তাহাদের স্বকৃতির শাস্তি। তাহারা তোমার সম্মুখে কসম খায়, তুমি যেন তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও! তুমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহতায়ালা এরূপ অবাধ্য ও আদেশলঙ্ঘনকারীদের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হইবেন না " [সুরাহ্ তাওবাহ্, ৯৫-৯৬ আয়াত] কা'ব (রাযিঃ) বলেনঃ আমরা শুধু তিনজন ছিলাম, যাহারা পিছনে রহিয়া গিয়াছিল এবং শাস্তি পাইয়াছিল। অন্য যাহারা পিছনে রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের ওজর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবুল করিয়া ছিলেন, যখন তাহারা কসম খাইয়া ওজর পেশ করিয়াছিল এবং ক্ষমা চাহিয়াছিল। কিন্তু রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের সম্বন্ধে কোনো ফয়সালা দিলেন না। আল্লাহ্তায়ালার ওয়াহী প্রাপ্তি পর্যন্ত মৌকুফ রাখিলেন। এমন কি, আল্লাহতায়ালা নিজে সেই ফয়সালা দিলেন। উহাতে আমাদের জন্য কল্যাণই কল্যাণ, বরকতই বরকত ছিল। আল্লাহতায়ালা ফরমাইলেন : এই তিন জনের প্রতিও আল্লাহ্-তায়ালা রহমতের সহিত লক্ষ্য করিলেন, যাহাদিগকে পিছনে রহিয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ, যাহাদের ব্যাপারের ফয়সালা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। [সুরাহ্ তৌবাহ্, ১১৮ আয়াত] বস্তুতঃ, এই আয়তে যুদ্ধ হইতে আমাদের পিছনে রহিয়া যাওয়ার কথা বর্ণিত হয় নাই, বরং আমাদের বিষয় পশ্চাতে ফেলা এবং ফয়সালা মুলতবী রাখা ইহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে এবং ইহাতে ঐ সকল লোকের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে যাহারা তাঁহার (সাঃ) সম্মুখে কসম খাইয়াছিল এবং তবুক যুদ্ধে শামিল হইতে না পারার ওজর পেশ করিয়াছিল, যাহা হুজুর (সাঃ আঃ) কবুল করিয়া ছিলেন।

এক রেওয়ায়েতে ইহাও আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বৃহস্পতিবার রওয়ানা হইয়া ছিলেন এবং বৃহস্পতিবার সফর শুরু করাকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। হুজুর (সাঃ) যখন সফর হইতে ফিরিতেন, তখন চাশ্তের সময় শহরে প্রবেশ করিতেন। প্রথম মসজিদে যাইতেন। সেখানে দুই রাকায়াত নামায পড়িতেন এবং কিছুক্ষণ বসিতেন। পরে গৃহে যাইতেন। (বুখারী, মুসলিম) (ক্রমশঃ)

'হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদঃ)—এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

প্রত্যেক আহ্লুল্লাহ্র প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

খোদাতায়ালার দ্বীনের হিতার্থে যাহারা আমাদিগকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তাহারা অবশেষে খোদাতায়ালার সাহায্যকে তাহাদের শা মল হাল হইতে দেখিতে পাইবেন।

"পঞ্চম উপায় প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আল্লাহ্তায়ালা 'মুজাহেদাকে' নিরূপন করিয়াছেন। অর্থাৎ নিজের ধন সম্পদ খোদার পথে ব্যয় করা ও নিজের প্রাণকে খোদার পথে উৎসর্গ করার এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে খোদার পথে নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাঁহাকে অন্বেষণ করা যেমন- তিনি বলিয়াছেন,

جاهدوا باموالكم وانفسكم ومما رزقناهم ينفقون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا - (العنكبوت ع ٧)

অর্থাৎ, নিজের মাল, নিজের জান ও নিজের সত্বাকে উহার যাবতীয় শক্তি সহ খোদাতায়ালার পথে ব্যয় কর। এবং আমরা যাহাকিছু জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি, পেশাগত যোগ্যতা ইত্যাদি দান করিয়াছি তাহা সবকিছুই খোদাতায়ালার পথে নিবেদিত ও নিয়োজিত কর। যাহারা আমার পথে প্রত্যেক প্রকারে প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে আমার পথসমূহ দেখাইয়া দেই।" (রিপোর্ট—জলসা আজম মযাহেব, পৃঃ ১৮৭)

"আমি নিশ্চিত জানি যে, সেই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যাহারা লোকদেখানো মূলক উপলক্ষগুলিতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করে কিন্তু খোদাতায়ালার পথে দান করিতে দ্বিধা বোধ করে। লজ্জার বিষয় হইবে, যদি কোন ব্যক্তি এই জামাতে দাখিল হওয়ার পর নিজের হিনমন্যতা ও কৃপনতা পরিত্যাগ না করে। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অমোঘ বিধান (সুন্নত) যে, প্রত্যেক আহ্লুল্লাহ্র (আল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির) প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামও বহুবার সাহাবা কেরামের উপর চাঁদা ধার্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সব চাইতে অগ্রগামী হইয়াছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। যাঁহারা দ্বীনের হিতার্থে আমাদিগকে (আমার সেলসেলাকে) সাহায্য করেন, তাঁহারা পরিশেষে অবশ্যই খোদাতায়ালার মদদ দেখিতে পাইবেন"

[তবলীগে রেসালাত বা মজমুয়া এশতাহারাত, সপ্তম খণ্ড]

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

জামাতের বন্ধুদের প্রতি

সৈয়দনা আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা চতুর্থ পর্যায়ে উত্তরণ করিয়াছে বন্ধুগণ, নিজেদের ওয়াদকৃত অঙ্কের ১৫ ভাগের ৪র্থ ভাগ নুতন বৎসরে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করুন।

বিরাদরানে কেরাম,

আস্‌সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহে ও বরকতুহু।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজকে অধিকতর স্বতেজ ও তরান্বিত করার, কুরআন করীমের জ্যোতিসমূহ দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পেঁছাইবার, মসজিদ ও প্রচার কেন্দ্রসমূহ নির্মানের, বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতসমূহের ব্যক্তিবর্গকে তালীম-তরবীয়ত দানের এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দিনগুলিকে ক্রমাগত নিকটতর করার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বব্যাপক পরিকল্পনা—'আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী স্কীমের' পত্তন করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাটির ঘোষণা দুনিয়া জুড়া আহ্‌মদীগণকে সম্বোধন ও উদ্দেশ্য করিয়া করা হইয়াছিল।

আল্লাহতায়ালার ফজলে পৃথিবির বিভিন্ন দেশের জামাতসমূহের মুখলেস ব্যক্তিবর্গ আমার আওয়াজে 'লাববাইক' বলিয়া, আমার আহবানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়া চরম উদ্দীপনা ও উৎসাহের সহিত নিজেদের ওয়াদা লিখাইয়াছিলেন। খোদাতায়ালার ফজলে উহাদের আদায় পর্যায়ক্রমে হইয়া আসিতেছে।

মোমেন আল্লাহতায়ালার দেওয়া সকল নেয়'মত ও শক্তিকে তাঁহারই সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক নবাগত বৎসর যতই পরীক্ষা ও আজমায়েশ লইয়া আসুক না কেন মোমেন সর্বাবস্থায় খোদাতায়ালার উপরে ভরসা রাখিয়া কুরবানীর ময়দানে আগাইয়া যাইতে থাকে। জামাত আহমদীয়া আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে ইশারা তওফিক পাইতেছে যে, প্রত্যেক নুতন বৎসর যে সকল দায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যাস্ত করে, বন্ধুগণ তাহা পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইবেন।

ওয়াদা আদায়ের তৃতীয় পর্যায় ১৯৭৭ সনের ফেব্রুয়ারীতে শেষ হইয়াছে এখন খোদাতায়ালার ফজলে এই বিশ্বব্যাপক পরিকল্পনাটির চতুর্থ পর্যায় শুরু হইয়াছে বন্ধুগণকে নববৎসরে নিজেদের সাকুল্য ওয়াদার ১৫ ভাগের ৪র্থ ভাগ পর্যন্ত পরিশোধ করিতে হইবে। "ওয়াবিল্লাহিতৌফিক"

আমি ذکر ('বার বার স্মরণ করাও')—খোদায়ী হুকুম অনুযায়ী বন্ধুগণকে তাঁহাদের জিম্মাদারীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আশা করি, তাঁহারা দোওয়ায় নিমগ্ন থাকিয়া, না শুধু অন্যান্য সকল প্রকারের আর্থিক কুরবানীসমূহ সম্পাদন করিবেন, বরং পূর্ববৎ এ বৎসরও তাঁহাদের কদম কোথাও থামিবেনা বরং তাঁহার রহম ও করমে সম্মুখের দিকেই ক্রমাগত আগাইয়া যাইবে।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের মদদগার এবং সর্বদা হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

ওয়াস্‌সালাম

তাং ৩।৫।৭৭ মির্যা নাসের আহ্‌মদ

খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৮-তম মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে

হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ)-এর অমূল্য উপদেশাবলী এবং ঈমানউদ্দীপক উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ।

জামাত আহমদীয়ার মজলিস মুসওয়রত (পরামর্শ সভা) ১লা ২রা ও ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে রবওয়ার অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ব্যাপী উক্ত সভার চারটি অধিবেষণে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শুভসংবাদ সমূহ অনুযায়ী হযরত মসীহ্‌ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক জারীকৃত গালাবায়ে-ইসলামের মহান অভিযানের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জামাত আহমদীয়ার তিনটি কেন্দ্রীয় সংগঠন অর্থাৎ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহ্‌রীকে জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া (বহির্দেশে বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম প্রচার) এবং ওক্‌ফে জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আগামী বৎসরের (৭৭-৭৮ ইং) আয় ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট বিবেচনার পর অনুমোদনের লক্ষ্য হুজুরের খেদমতে পেশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী আলোচিত হইয়া হুজুরের অনুমানার্থে পেশ করা হয়।

শুরায় বিভিন্ন পর্যায়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) যে সকল সারগর্ভ বক্তব্য এবং মূল্যবান উপদেশাবলী দান করেন, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:

হুজুর (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ ইরশাদাবলী

(১)

উদ্বোধনী অধিবেশনে হুজুর বলেন:

"বর্তমানে আমাদের জামাত উহার জীবনপথের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঁক অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র জগতকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার যে গুরুদায়িত্বভার আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের নিকট অর্পণ করিয়াছেন, তাহা এখন স্পষ্টতর হইয়া সামনে উপস্থিত হইয়াছে। কেননা দুনিয়াতে ইসলামের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সমূহ সংঘটিত হইতেছে, এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বহির্দেশসমূহে আমাদের জামাত সমূহ আপন সংখ্যায় ও এখলাস এবং কুরবানীতে খোদার ফজল ও করমে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই উন্নতি ও প্রসারতার পরিপেক্ষিতে এখানের (পাকিস্তানের) আহমদীদের জিম্মাদারী অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দান করিয়াছেন, সেইজন্য আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন প্রত্যেক পর্যায়ে বাহিরের জামাত সমূহের জন্য নমুনা হই। আমাদের মরকজ (কেন্দ্র) যেন আমল ও কর্মচাঞ্চল্যের, কুরবানী ও ত্যাগের,

জগতের কল্যাণ ও হিতাকাঙ্খার মরকজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদিগকে রসুলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহে ওসাল্লামের 'উসওয়া হাসনা' অনুসারে ভ্রাতৃত্ব, প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি, হিতৈষণা ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রুহানী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য জরুরী যে, আমরা যেন দোওয়া, কুরবানী এবং অদম্য প্রচেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে আমাদের আঞ্চলসমূহ আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও রহমতের দ্বারা ভরপুর করার প্রয়াস পাই।"

(২)

২রা এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে বাজেট আলোচনা কালে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :

"আমাদের বাজেট প্রকৃতপক্ষে সেই সকল এখ্লাসভরা দেল, যাহা মোমেনগণের পবিত্র বক্ষে স্পন্দিত হয়। সেই সকল হৃদয়ের এখ্লাসপূর্ণ জয্বার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমাদের আর্থিক কুরবানী আড়াই শত গুণ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জামাতে যে অল্পসংখ্যক অংশ এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করে তাহা জমাতের অবশিষ্টাংশ অধিকতর কুরবানী পেশ করিয়া ঢাকিয়া দেয়। আমাদের জমাতের কর্মদ্দীপনা ও আমলী উৎকর্ষতারই বরকত যে, আমি আফ্রিকার কতক দেশে ১৬টি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ১৬টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা খোদাতায়ালার ফজলে পূর্ণ হইয়াছে। চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহের অধিকাংশ বৃহত্তর হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। উহাদের নিজস্ব স্থায়ী অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হইয়াছে যাহা প্রয়োজনীয় ফার্নিচার এবং অন্যান্য যাবতীয় জরুরী সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ইনডোর ও আউটডোর রুগীদের জন্য কক্ষ ও ওয়ার্ডসমূহ নির্মিত হইয়াছে। ওয়ার্ডগুলিতে রুগীদের বিছানা-পত্রেরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই যাবতীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব অর্থ খোদাতায়ালার ফজলেই সংগৃহীত হইয়াছে। জামাতের প্রত্যেক মুখলেস দেল এই একীনে পূর্ণ যে, সে খোদতায়ালার পথে যে কুরবানীই পেশ করিবে, উহা তাহার জন্য অসাধারণভাবে অত্যন্ত বরকতের কারণ হইবে। সুতরাং অনুরূপই সংঘটিত হইয়াছে, এবং হইয়া চলিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ্।"

(৩)

৩রা এপ্রিল সমাপ্তি অধিবেষণে হুজুর আকদাস (আইঃ) বিভিন্ন তবলীগ-তালীম-তরবিয়তী বিষয়ক প্রাস্তাবাবলীর উপর আলোচনাকালে নিম্নরূপ বক্তব্য রাখেন :

"প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কর্তৃক সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত রূহানী বিপ্লব এক নযীর বিহীন অভিনব বিপ্লব, যদ্বারা মানবেতর স্তরের মানুষগুলিকে প্রথমে সভ্য মানুষে তারপর সুচরিত্রবান মানুষে তারপর খোদাযুক্ত মানুষে পরিণত করিয়াছে। ইসলামী বিপ্লব ক্রমবিকাশের অশ্বারোহী হইয়া প্রেম ও ভালবাসার সহিত মানব হৃদয়গুলিকে জয় করিয়া জগতে আধিপত্য বিস্তার

করে। সেই বিপ্লবের দ্বিতীয় জ্যোতির্বিকাশই (জালওয়া) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতের দ্বারা ইসলামের গালবা ও প্রাধান্য বিস্তাররূপে প্রকাশিত ও সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত। যেমন, ليظهره على الدين كله (الصف) (অর্থাৎ, 'সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলাম প্রাধান্য লাভ করিতে আসিয়াছে)—কুরআনী আয়াতে সেই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বর্ত্তমান আখেরী জামানায় অনুষ্ঠিতব্য উক্ত বিপ্লবও প্রকৃতপক্ষে রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কর্তৃকই সৃষ্ট বিপ্লব। এই বিপ্লবকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করার জন্য জরুরী, আমরা যেন আমাদের আখলাকী, এলমী, এবং রুহানী মান উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া যাইতে থাকি।"

হুজুর আকদাস (আইঃ) বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের উদীয়মান মেধাবী সন্তানদিগকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তী করাইবার জন্য প্রেরণ করেন, যাহাতে তাহারা তবলীগে-ইসলামের কর্ত্তব্য সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। ওক্‌ফে-জদীদের ব্যবস্থাধীনে স্বেচ্ছাসেবী মুয়াল্লেম তৈরী করার যে তাহ্‌রীক জারী আছে উহার দিকেও হুজুর দৃষ্টি অকর্ষণ করেন, এবং বলেন যে, এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক বন্ধু ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এ প্রসঙ্গে বৎসরে যে চারিটি ক্লাশ মরকজে (তিন তিন মাসের জন্য) অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে প্রত্যেক জামাতের একজন না একজন নোমায়েন্দা (প্রতিনিধি) নিশ্চয় আসা উচিত ; যাহাতে সে এখানে দ্বীনি এলেম হাসিল করার পর নিজের জামাতে ফিরিয়া যাইয়া উহার তরবীয়তী প্রয়োজনসমূহ পূরণ করিতে সক্ষম হয়।"

(৪)

সারগর্ভ ঈমানউদ্দীপক সমাপ্তি ভাষণ ঃ

হুজুর আকদাস (আইঃ) সমাপ্তি ভাষণে বলেন ঃ

"এখন যে বিশেষ কথাটি আমি জামাতের সামনে রাখিতে চাই, তাহা এই যে, আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন মজিদের পরিভাষা অনুযায়ী القوى الامين ("আল-কাভিউল অমীন") হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে "আল-কভিউল আমীন" সেই ব্যক্তি, যে তাহার যাবতীয় আখলাকী, রুহানী, (চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক,) মেদাগত এবং দৈহিক শক্তিগুলির সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সংরক্ষণ করে, তারপর পুর্ণরূপে উহাদের উন্নতি সাধন করে এবং উহাদের পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য চেষ্টা করে। কোনও ব্যক্তি সঠিক অর্থে 'আল কাভি' (القوى)—"শক্তিশালী" হইতেই পারে না, যতক্ষণ না সে 'আল- আমীন' (الامين) হয়, অর্থাৎ সে পূর্ণ দেয়ানত ও সততার সহিত তাহার স্বভাবগত ক্ষমতাগুলির সংরক্ষণ ও পরিপোষণ এবং বিকাশের চেষ্টা করে। জাতি সমূহ একমাত্র দেয়ানত ও আমানতদারীর উচ্চমান কায়েম রাখিয়াই উন্নতি করিতে সক্ষম। ইউরোপের যে জাতিগুলিই পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার কারণও এই যে, সেখানে

খারাপ লোকদের সঙ্গে সঙ্গে আজও লক্ষ লক্ষ এরূপ লোক মজুদ আছে, যাহারা নিজেদের শক্তিনিচয় নষ্ট ও ব্যর্থ হওয়ার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং পূর্ণ দেয়ানতদারীর সহিত জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করিতেছে।"

হুজুর বলেন : "দুনিয়ার ভবিষ্যৎ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদের জামাত তো মেরুদণ্ড স্বরূপ গুরুত্ব বহন করে। আমাদিগকে খোদাতায়ালা মানবমণ্ডলীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী পালন করার জন্য জরুরী যে, আমাদের মধ্যে একজনও যেন এমন না হয়, যে 'আল-কাভিউল আমীন' নহে।'

হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : "আল-কাভিউল আমীন হওয়ার জন্য উৎকৃষ্টতম এবং পূর্ণতম আদর্শ ও নমুনা হইলেন আমাদের সৈয়দ ও মৌলা (নেতা ও প্রভু) হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁহার মধ্যে পূর্ণ শান ও মর্যাদার সহিত সকল মানবীয় কামালাত—ক্ষমতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যরাজির সংরক্ষণ ও পূর্ণতম বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। সেজন্য অন্য কাহারও প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাতের মোটেই কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা ও উসওয়া তাঁহারই মহান ও পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের উচিত, তাঁহারই আদর্শ ও নমুনার উপর সর্বদা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আমীন।"

অতঃপর হুজুর (আইঃ) বলেন : "এখন আমাদের মুশাওরতের কার্যক্রম খোদাতায়ালার ফজলে সমাপ্তির দিকে। এখন আমরা ইজতেমায়ী দোওয়া করিব। আমার দেলী দোওয়া এই যে, আল্লাহ্তায়ালা যেন আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আপনাদিগকে স্বীয় নিরাপত্তায় রাখেন। আপনাদের মাল ও সম্পদে বরকত দান করেন। আপনাদের জান ও জনে বরকত দান করেন। আপনাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে বরকত দান করেন এবং তাহাদিগকে মেধাবী করেন ও তাহাদের সাকুল্য ক্ষমতা ও শক্তিগুলির পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশ সাধনে আপনাদিগকে তৌফিক দান করেন এবং আপনাদিগকে এমন মোকামে খাড়া করিয়া দেন, যাহাতে আপনারা জগতের পথ প্রদর্শক হন এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের যে ওয়াদা এযুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সহিত করিয়াছেন তাহা যেন যথাশীঘ্র পূর্ণ হয়, যাহাতে দুনিয়া রসুল করীম (সাঃ আঃ) এর পতাকাতলে একত্রিত হইয়া প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তি লাভ করিতে পারে। আমিন।"

(আল-ফজল ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৭ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদী ৩১শে মে—১৯৭৭ইং

চাঁদা বনাম কোরবানী

১। সবার আগে কোরবানী কর, কুর্‌বতের এই সুযোগ এসেছে—
হিম্মত দাও দেবার চাঁদা, খোদা তোমায় ভালবেসেছে— ॥
২। খোদার পথে খরচ করে কেউ হবে না ভিখারী-কাঙ্গাল
খোদা স্বয়ং সহায় তাহার দরবেশ সে শাহী শাহ্‌জালাল ॥
৩। পেয়ছ যা তাই ঢেলে দাও, শূণ্য ঝুলি থাকুক খোদার দ্বারে
'কাশ্‌কৌল' তোর পূর্ণ হবে, রহমতের দান আসবে বারে বারে ॥
৪। এই যামানা তেজারতের, শিখবে কে আজ নুতন তেজারত
খোদার ঘরে জমা রেখে, জীবন-সংগ্রাম করবে বা-বরকত ॥
৫। এই যামানার ঘুর্ণিপাকে আসুক যত ধ্বংস, গোলক ধাঁধাঁ
এই যামানার রক্ষা-কবচ খেলাফতের সিলসিলাতে বাঁধা ॥
৬। চাঁদার সূত্রে গাঁথা মাল্য বিশ্বজুড়া মাহদীর শিষ্যাগণ
ঐশী ক্রিয়ায় সুরক্ষিত, উড়ে যাবে যুগের বিবর্তন ॥
৭। হলেন দেখো, আবু বকর ইসলাম-শিশুর হেফজতের বাতি
সর্বস্ব ত্যাগে গুহায় রহমতুল্লিল আলামীনের সাথী ॥
৮। সেই নমুনার সালেহ, সিদ্দিক আরও কত মোমেন মুসলমান
মসিহ মওউদের জামা'ত পূর্ণ আল্লাহ্‌র আশীষ আল্লাহ্‌ মেহেরবান ॥
৯। চাঁদা নহে স্বর্ণ-মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, বহু মুল্যের লীড়া
চাঁদা আশেক প্রাণের বিত্ত 'তাকওয়া' খনির খনন-কৃত হীরা ॥
১০। চাঁদার পাতের 'কিস্তিয়ে নূহ' হর্ষ ভরে চলা, উজান চালা
মসিহ মওউদ হাল ধরেছেন: "হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ্‌, ওরে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্‌ ॥
১১। আঞ্জুমান দ্বীপ-পুঞ্জ রাশি—ঐ শোভিছে মানব পারাবারে
ধ্বংসমুখী মানবকূলের আশ্রয় আগার এ-ভব-সাগরে ॥

—চৌধুরী আবদুল মতিন

০ ঈর্ষার যোগ্য মোমেন ০

হযরত উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে: হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাঁহারা নবী বা শহীদ হইবেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত নৈকট্যের জন্য তাহাদের মোকাম এমন হইবে যে, নবী ও শহীদগণও তাহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষা করিবেন। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদিগকে বলুন, তাঁহারা কে?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "তাহারা সেই সব লোক, যাঁহারা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে মুহব্বত করেন, দৈহিক রেস্তা বা লেন-দেনের আকর্ষণে নহে। খোদার কসম, সেদিন তাহাদের চেহারা হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে থাকিবে এবং তাঁহারা আলোকে কায়েম থাকিবেন, যখন লোকগণ ভীত ও চিন্তা ভারাক্রান্ত হইবে। তাঁহারা ভয় ও চিন্তা হইতে নিরাপদ থাকিবেন।" (আবু দাউদ)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৫)

সত্যতার দ্বিতীয় যুক্তি প্রমাণ ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন কালের নিদর্শনাবলী

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিজ সাক্ষ্য ঃ

কোন জিনিষের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজ পৃথিবীব্যাপী আধ্যাত্মিক সংস্কারের অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এই প্রয়োজনীয়তার সম্ভাব্য পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের উচিৎ যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা। যদি এই প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার জন্য কোন সংস্কারক আমরা দেখতে না পাই তাহ'লে আমাদের জন্য নিরাশ হওয়ারই কথা। কিন্তু আল্লাহতায়ালা কি আমাদের এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন? আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রয়োজন, অথচ সংস্কারক প্রেরিত হন নাই—এরূপ হতেই পারে না। প্রতিশ্রুত সংস্কারক যথা সময়েই প্রেরিত হয়েছেন। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আমাদেরকে তাঁর জামাতের দিকে আহ্বান করেছেন। পক্ষান্তরে অনুরূপভাবে অন্য কোন সংস্কারক এভাবে ডাক দেন নাই। সুতরাং আমরা তিনি যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি এবং তাঁর আহ্বান সম্বন্ধে গভীর-ভাবে ভেবে দেখতে পারি।

হযরত মীর্যা সাহেব প্রতিশ্রুত সংস্কারক হিসেবে দাবী করেছেন—ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বর্ণিত মসীহ্ বা ঈসা হিসেবে দাবী করেছেন। তাঁর এই দাবীর মাধ্যমে অতীতের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত মসীহ্র দ্বিতীয় আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে পূর্ণ হয়েছে কি না অর্থাৎ বর্তমান যুগই মসীহ্র আগমনের সময় কি না এবং হযরত মীর্যা সাহেবই সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক কি না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয়বার আগমন (যেভাবে আমারা পূর্বেই বর্ণনা করেছি) মুসলমানদের জন্য একটি সন্দেহাতীত বিশ্বাস-জনিত বিষয়। এই বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের পূর্বে মুসায়ী শরীয়তের অংশ হিসেবেও বিদ্যমান ছিল। অতঃপর ইহা মুসলমানদের বিশ্বাসের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। নবম হিজরীতে প্রণীত

"ফেকাহ্ আকবর" শীর্ষক প্রশ্নোত্তরমূলক গ্রন্থে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের উপর বিশ্বাস মুসলিম আকীদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে। এখন দেখা যাক, কি কারণে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনকে মুসলীম আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ, মসীহ্ মওউদের যামানায় একজন মাহদীর আগমনের খবর দেওয়া হয়েছে। যেমন ইবনে মাজা শরীফের হাদিসে বর্ণিত لا المهدى الا عيسى (লাল মাহদীউ ইল্লা ঈসা) অর্থাৎ 'ঈসা ব্যতীত কোন মাহদী নাই'—এই বাক্য দ্বারা হযরত ঈসা এবং ইমাম মাহদীকে একই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে যা'র আগমন হওয়ার কথা শেষ যামানায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা যখন নিম্নস্তরে চলে যাবে, ঈমান উঠে যাবে এবং মুসলমানগণ অতীতের গৌরব হারিয়ে ফেলবে। মসীহ এবং মাহদী সংক্রান্ত বিষয়টি ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। যুগে যুগে মুসলমানগণ তাঁদের আগমনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এসেছেন। তাঁদের আগমন এক মহা প্রতিশ্রুতির পূর্ণত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয়তঃ, মসীহ্র পুনরাগমনকে বিশেষকরে ইসলামের পুনর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। ভবিষ্যদ্বাণী সমুহে সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় লাভ মসীহ্র দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা সম্পন্ন হবে বলে উল্লিখিত আছে। সুতরাং মসীহর দ্বিতীয় আগমন খুবই গুরুত্ববহ।

তৃতীয়তঃ, যেহেতু মসীহ ও মাহদীকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইজন্য মসীহের আগমনকে (রূপকভাবে) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পুনরাগমন এবং মসীহের সাক্ষ্যসমুহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাক্ষ্য-প্রমান বলে বর্নিত হয়ে আসছে। এর ফলে মুসলমানদের মনে এসম্বন্ধে অধিকতর আশার সঞ্চার হয়েছে।

চতুর্থতঃ, মসীহের দ্বিতীয় আগমনের যে উদ্দেশ্য তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং চিরস্থায়ীভাবে ইসলামের সংরক্ষণের জন্য যথাসথ বন্দোবস্তো করা। একটি হাদিসের বর্ণনানুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন যে, "কায়ফা তাহ্লেকু উম্মতী আনা ফি আউয়ালেহা ওয়াল মসীহু ফি আখেরেহা"

অর্থাৎ "কেমন করে একটি উম্মত ধ্বংস হতে পারে যার প্রারম্ভে রয়েছি আমি নিজেই এবং শেষাংশে রয়েছে মসীহ?" (ইবনে মাজা)

বস্তুতঃ মসীহের দ্বিতীয় আগমন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের ন্যায় মুসলমানদেক পুনরায় গঠন করা এবং ইসলামকে পুনর্জীবন দান করা। তাঁর আগমনের নিদর্শনাবলী ক্রমান্বয়ে অতীব গুরুত্ববহ এবং সুস্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।

এই পর্যায়ে আমাদেক একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। তাঁর আগমন সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী—সঙ্গত কারনেই—রূপক পদ্ধতিতে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলো অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট এবং আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হলে এগুলোর কোন গুরুত্বই থাকতো না। ধর্মীয় ভাষারীতি এ ধরনের অর্থ সমর্থন করে না। কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ অনুসন্ধানের জন্য এই সকল নিদর্শন নিঃসন্দেহে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

প্রসঙ্গতঃ সন্দেহযুক্ত হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনের ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ হাদীস আছে বলেই এ সম্বন্ধে সত্য হাদীসের বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব আরো বেশী। এমনও হয়েছে যে, কোন কোন হাদীসের উক্তি আরোপিত হয়েছে বিবদমান বিভিন্ন দলের স্বার্থোদ্ধারের জন্য এবং আর কতকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নানাভাবে মিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু সঠিক ও সত্য হাদীসের বর্ণনা হতে সকল মিথ্যা অথবা সন্দেহযুক্ত হাদীসের বর্ণনা আলাদা করা খুবই সহজ ব্যাপার। সত্য এবং শুদ্ধ হাদীসের প্যাটার্ণ এবং বর্ণনার ধারার একটা নিজস্বতা রয়েছে যার ফলে এগুলোর মধ্যে কোন কিছু উৎক্ষিপ্ত বা মিশ্রিত করতে গেলে তা সহজেই ধরা যায়। উৎক্ষিপ্ত বা মিশ্রিত বিষয়টি প্রসঙ্গের সঙ্গে কিছুতেই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না এবং তার ফলে প্রসঙ্গের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ (অর্থাৎ আল্লাহতা'লার শান্তি এবং আশীষ) বর্ষিত হোক—তাঁরই বরকতে আমরা প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী সম্পর্কিত বহু বিষয় জানতে পেরেছি। এই সকল নিদর্শনাবলী অনুসরন করলে আমরা সহজেই প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের সময় এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যকভাবে বুঝতে পারি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিদর্শনসমূহ কোন প্রকার মামুলী বিষয় নয়। সাধারণ নিদর্শনাবলী—যেমন প্রতিশ্রুত মসীহের নিজস্ব নাম, তাঁর পিতার নাম এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যা দাবীকারক অথবা তাদের সমর্থকদের কারচুপি থাকতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বর্ণিত নিদর্শনাবলীর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক—এগুলোর সঙ্গে বড়ো বড়ো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মহা-জাগতিক (Cosmic) আবর্তন-বিবর্তন জড়িত রয়েছে। এই ধরনের নিদর্শনাবলী জাল করা সম্ভব নয়। বহু যুগ ধরে সাধ্য-সাধনা করেও কোন বিশেষ স্বার্থোদ্ধারকারী ফেরকা বা দল এই ধরনের হাদীস জাল করতে পারে না। আমরা এই ধরণের অকাট্য হাদীসের প্রমান পেশ করবো। (ক্রমশঃ)

ভাষান্তরঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"উযকুরু মৌতাকুম বিলখাইরে" (আল-হাদিস)

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে

'যিক্‌রে খাইর' সভা

বিগত ২৮ শে এপ্রিল সন ১৯৭৭ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বৈকাল ২-৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব হাবিবুল্লা সিকদার সাহেব ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইনতেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যগণ বিগত ৬ই মে রোজ শুক্রবার বাদ জুমা এক শোকসভায় মিলিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুনিস আব্দুল খালেক সাহেব। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব, জনাব আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব নূরুল ইসলাম মল্লিক, জনাব চৌধুরী জালাল আহমদ সাহেব, জনাব এ টি, এম, সফিকুল ইসলাম সাহেব ও সভাপতি স্বয়ং।

বক্তাগণ মরহুমের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মরহুম সিকদার সাহেব জামাতের একজন অসিয়তকারী (যার আয়ের নুন্যপক্ষে এক দশমাংশ জামাতের খাতে জমা দেওয়া হয়) ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে অসিয়তকারীর আহ্‌কামে শরীয়ত পূর্ণভাবে মানিয়া চালার জীবনাদর্শের প্রশংসনীয় প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি জামাতের চাঁদা আদায়ে ছিলেন বিশেষ অগ্রগামী। জামাতের কোন কাজে চাঁদার তাহরীক করা মাত্রই তিনি সর্বাগ্রে নিজের নাম পেশ করতেন এবং ওয়াদা পূরণে তিনি ছিলেন বিশেষ তৎপর। যতদূর জানা যায়, জ্ঞাত কোন ঋণ তিনি অনাদায় রেখে যাননি। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেসের (আইঃ) বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে ইসতেকবাল ফাণ্ডে চাঁদা দানের যে তাহরীক করা হয় মরহুম ছিলেন নারায়নগঞ্জ জামাতের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এইখাতে চাঁদা আদায় করেন।

মরহুম হাবিবুল্লা সিকদার সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, সদালাপী এবং স্বল্পভাষী। সর্বদা তাঁর মুখে চির-পরিচিত হাসি লেগেই থাকত। তিনি সৎ, তাৎক্ষনিক, সঠিক এবং বাস্তবধর্মী পরামর্শ দিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। আয়-ব্যয়ের যথাসম্ভব সুষ্ঠু হিসাব রাখতেন এবং বৎসরান্তে নির্দ্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত চাঁদা আদায় করতেন। আল্লাহতা'লার রাস্তায় মাল দান করলে তিনি যে সেটা কিভাবে বর্দ্ধিত হারে ফিরিয়ে দেন মরহুম সেটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মরহুম সিকদার সাহেব নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করিতেন। তিনি বৃটিশ আমলে ১৯৩৭ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুনে বয়াত গ্রহণ করেন।

তিনি আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডে তাঁহার ওয়াদাকৃত চাঁদার মোটা অংশ আদায় করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি তাঁর স্ত্রীর পক্ষ হইতেও এইখাতে চাঁদা দিয়াছিলেন।

আল্লাহতা'লা তাঁর নিজ করুণা দ্বারা মরহুমের আত্মার উর্দ্ধগতি করুন। আমীন।

31 st May 1977 THE AHMADI Regd. No. DA—12

আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামূল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar